106591 - যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু তাকে মক্কায় ঢুকতে দেয়া হয়নি

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু হজ্জে গিয়েছে। সে মদিনার মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। চেকপোস্টে পৌঁছার পর তাকে মদিনাতে ফেরত পাঠানো হয়েছে; কারণ তার কাছে হজ্জের তাসরিহ (অনুমতিপত্র) ছিল না। ফিরে এসে সে ইহরামের পোশাক খুলে ফেলেছে। সে কি এ হজ্জের সওয়াব পাবে; সে ইহরাম বেঁধেছে, কিন্তু মক্কায় ঢুকতে পারেনি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

হজ্জ আদায় না করে ফিরে আসা ও হালাল হয়ে যাওয়ার কারণে তার কোন গুনাহ হবে না। কারণ তাকে জোরপূর্বক তা করানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াবান। সে ইখলাসের সাথে হজ্জের যতটুকু আমল করেছে সে জন্য সওয়াব পাবে।

দুই:

যে ব্যক্তি ইহরামকালে শর্ত করে নিয়েছে এভাবে যে, 'যদি কোন প্রতিবন্ধকতা তাকে বাধাগ্রস্ত করে তাহলে সে বাধাপ্রাপ্তস্থিলে হালাল হয়ে যাবে' তাহলে তার উপর কোন দায় বর্তাবে না। আর যদি সে এমন কোন শর্ত না করে থাকে তাহলে তাকে একটি হাদি (পশু) যবেহ করতে হবে; যেহেতু সে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] এরপর মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছোট করবে। এর মাধ্যমে সে ইহরাম থেকে হালাল হবে।

আল্লাহই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন কুউদ

[স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (১১/৩৫০)]

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যনি তাসরহি (অনুমতপিত্র) ছাড়া হজ্জে গয়িছেনে কন্তিু তাকে মক্কায় ঢুকতে দয়ো হয়ন; তার উপর কি অনবিার্য হবে?

উত্তরে তনিবিলনে:

যদতিনিইহরামরে সময় বলে থাকনে: 'যদ কিনো প্রতবিন্ধকতা তাকে বাধাপ্রাপ্ত করে তাহলে বাধাপ্রাপ্তস্থিলে হালাল হয়ে যাবনে' তাহলে তনিহািলাল হয়ে যাবনে; তার উপর কনো কছিু আবশ্যক হবে না। আর যদএিমন কনো শর্ত না করনে তাহলে একট হিাদ (িপশু) যবহে করা তার উপর ফরজ হব। যহেতেু আল্লাহ তাআলা বলনে: "যদতিোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরেবানীর জন্য যা কছিু সহজলভ্য, তাই তোমাদরে উপর ধার্য।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] সে ব্যক্ত যিখোনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ছেে সখোনে হালাল হবে (মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছাটে করব)ে।" সমাপ্ত

[শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র (২৩/৪৩৩)]